দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 11 MAR 1988
পৃষ্ঠা 1 কলাম 3

C15

শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সদস্যদের উদ্দেশে প্রেসিডেন্ট

সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেছেন, অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্যে শিক্ষিত ও কারিগরি কর্মী বাহিনী গড়ে তুলতে বাংলাদেশের মত উন্নয়নগামী দেশে শিক্ষা অত্যন্ত জরুরী।

সে জন্যেই জাতি হিসেবে জ্ঞানান্বেষণের উপযোগী সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা ছাড়া আমাদের আর কোনো বিকল্প নেই। খবর বাসস'র।

প্রেসিডেন্ট শিক্ষকদেরকে ভবিষ্যত কর্মী বাহিনীর স্থপতি বলে অভিহিত করেন। তিনি জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে এবং শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু শিক্ষাপরিবেশ পুনঃ প্রতিষ্ঠার সাহায্য করতে শিক্ষকদের প্রতি আহবান জানান।

গতকাল তার সচিবালয়ে, প্রেসিডেন্ট বিপুল সংখ্যক শিক্ষক এবং শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সদস্যদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তারা গত পার্লামেন্টারী নির্বাচনে তাদের দায়িত্ব পালনের পর তাদের সংগঠনের চেয়ারম্যান হিসেবে প্রেসিডেন্টর সাথে সংহতি প্রকাশ এবং তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য তাঁর সচিবালয়ে আগমন করেন।

এই অনুষ্ঠানে আরো বক্তৃতা দেন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব ও ধর্মমন্ত্রী মাওলানা এম, এ, মান্নান, শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের আন্তর্জাতিক সম্পাদক ও তেজগাঁ কলেজের প্রিন্সিপাল আলহাজ তোফায়েল আহমদ চৌধুরী, ঢাকা

শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

শিক্ষার পরিবেশ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মহানগরী শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সভাপতি আলহাজ এম, এ, রাজ্জাক, শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও নিউমডেল হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক আলহাজ নুরুল্লাহ, বাংলাদেশ সরকারী মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির আহবায়ক ডঃ সৈয়দ আহমদ, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও কলেজ শিক্ষক সমিতির সহ-সভাপতি আলহাজ মুনির আহমদ এবং জমিয়তুল মোদারেছীনের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা কবি রূহুল আমিন।

প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক উপদেষ্টা কাজী জাফর আহমদ এই উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট সঠিক শিক্ষা পরিবেশ অবিলম্বে ফিরে আসার ব্যাপারে তাঁর আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, অভিভাবক, ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে এ ব্যাপারে উপলব্ধি এসেছে এবং উন্নয়ন ও দেশ গড়ে তোলার অনুকূলে রাজনীতির রায় হয়ে যাবার ফলে শিক্ষাঙ্গনেও অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

তিনি বলেন, মতানৈক্য সত্ত্বেও জাতীয় স্বার্থকে আমাদেরকে সবার উপরে স্থান দিতে হবে। তিনি বলেন, সাথে সাথে আমাদেরকে গণতান্ত্রিক সহমর্মিতা, সহনশীলতা আর সমঝোতার মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে এবং পরস্পরের মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অস্থির পরিবেশ কাটিয়ে উঠার জন্য অচলাবস্থার নিরসন করে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রশ্নে আমাদেরকে ঐক্যমতে পৌঁছুতে হবে।

এই প্রসঙ্গে তিনি এক শ্রেণীর নেতার মনোভাবে দুঃখ প্রকাশ করেন; এসব নেতা তাদের কথাবার্তা এবং বিদেশী সংবাদ মাধ্যমের সাথে সাক্ষাতকারে জাতীয় মর্যাদা ও সম্মানকে খাটো করে ফেলছে। তিনি বলেন, জীবনের অন্য কোনো বিষয়ের সাথে জাতীয় সম্মান ও মর্যাদাকে সমান করে ফেলা উচিত নয়। এ ধরনের মনোভাবে কোনো ব্যক্তির মানসিক দৈন্যতা এবং রাজনীতির দুর্বলতাই প্রকাশ পায়।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ জাতীয় স্বার্থ সমুন্নত রাখতে ও জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধি করতে স্বর ছোটখাট মতানৈক্য দূর করে উন্নয়ন প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত করার জন্য সবার প্রতি আহবান জানান। নির্বাচনকালে সততার সাথে দায়িত্ব পালন করায় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সদস্যদের অভিনন্দন জানিয়ে প্রেসিডেন্ট বলেন, এভাবে তাঁরা সাংবিধানিক গণতন্ত্রকে সমুন্নত রেখেছে এবং দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে একটা সংকট অতিক্রম করায় সাহায্য করেছে।

শিক্ষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন এবং তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তাঁর সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, দেশের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি শিক্ষকদেরকে তাদের যথোপযুক্ত সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন এবং তাদের সমিতির চেয়ারম্যান পদ গ্রহণ করেছেন।

তিনি সীমিত জাতীয় সম্পদের মধ্যে আগামী দিনে শিক্ষকদের জন্য আরো কিছু করার ব্যাপারে সম্ভব সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দেন।